প্রথম আলো

3 OCT 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

# অঙ্গীকার ভঙ্গ করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন ৫১ শিক্ষার্থী

**গাজীউল হক, কুমিল্লা ●**

অঙ্গীকারনামা ভঙ্গ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্ররাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১ জন শিক্ষার্থী। ছাত্রলীগের ব্যানারে ওই শিক্ষার্থীরা রাজনীতিতে অংশ নেন। ১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে ছাত্ররাজনীতি করা ওই শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ অবস্থায় রাজনীতিমুক্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে রয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আমির হোসেন খান তাঁর দপ্তরে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেট সভায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করবেন না মর্মে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নেওয়া হয়। যেহেতু সিন্ডিকেট এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাই সিন্ডিকেটের আগামী বৈঠকে বিষয়টি আলোচনার জন্য (এজেন্ডা) উপস্থাপন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবন সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফরমের ১৩ নম্বর অংশে একটি অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন। একই সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন ফরমের ১২ নম্বর অংশে অভিভাবকেরাও অঙ্গীকারনামা দেন। শিক্ষার্থীদের অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ আছে, 'আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবো। শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এরকম কোনো কাজে জড়িত হবো না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো ধরনের সম্পদ/সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করবো না বা কাউকে প্ররোচিত করবো না। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত যে সকল বিধি-বিধান বা আইন-কানুন রয়েছে তা আমি মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবো।'

অভিভাবকদেরও অনুরূপ অঙ্গীকারনামায় বিষয়ে অবহিত করা হয়। এদিকে ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলা দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী রাসেল হোসাইনকে ছুরিকাঘাত করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটিতে যাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে, তাঁদের এঁদের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের বাসায় হামলা, ছাত্রীদের উৎপীড়ন, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হবে। জানতে চাইলে ছাত্রলীগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান বলেন, 'অঙ্গীকারনামায় সই করেছি, এটা সত্য। ওই সময়ের প্রেক্ষাপট আর বর্তমান প্রেক্ষাপট এক নয়। মৌলবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) কুমিল্লার সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করতে হবে। যে স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

**কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়**